ক্ষমতার পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে মোঘলদের অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়। কখনো স্বনামে কখনো ছদ্ম নামে, এই মোঘলরাই নিয়ন্ত্রণ করছে রাজধানীর পরিবহন জগত। সকল সুবিধা ভোগ করলেও এদের ধরা-যায় না, ছোঁয়া যায় না। সবাই অবস্থান করে ক্ষমতার শীর্ষে। অন্যায় অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও প্রশাসন কোনো কথা বলে না। রাজধানীর পরিবহন জগতের মোঘলদের নিয়ে রিপোর্ট করেছেন খোন্দকার তাজউদ্দিন

ঢাকার পরিবহন জগতের মোঘলরা নেপথ্যে হাজার কোটি টাকার খেলা

ঢাকা মহানগরীতে জনসংখ্যা প্রতিদিন যে ভাবে বাড়ছে তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে পরিবহনের সংখ্যা। নগরীর জনগণের যাতায়াত সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নানা রুট বের করা হলেও জনগণের কল্যাণে তা ঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। নগরীর সকল রুটই এখন পরিবহন জগতের মোঘলদের কিছু হাতে জিম্মি। কোনো আইন-কানুন ও নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে এরা ভাড়া নির্ধারণ করে। আবার তেলের দাম বৃদ্ধির অজুহাতে ইচ্ছামত ভাড়া বৃদ্ধি করে। এই মোঘলদের আশীর্বাদপুষ্ঠ লোকজন নিয়ন্ত্রণ করছে রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলো।

নগরীর বাস টার্মিনালগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কোনো উদ্যোগই কার্যকর হচ্ছে না। দিন দিন চাঁদাবাজি, যাত্রী হয়রানি ও নৈরাজ্য বাড়ছে। এ সব সমস্যার সমাধান না করেই উদ্বোধন করা হচ্ছে টার্মিনালগুলোর সম্প্রসারিত নব নির্মিত ভবন। এতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও যাত্রী সেবার মান বাড়ছে না। টার্মিনাল ইজারা দিয়ে সিটি কর্পোরেশনও টাকা পাচ্ছে না। টার্মিনালগুলো ঘিরে এক শ্রেণীর অপতৎপরতা উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ২০০৩ সালের ১ অক্টোবর রাজধানীর ৩টি বাস টার্মিনাল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয় সিটি কর্পোরেশন। সরকারি দলের লোকজনের এই ইজারা পাইয়ে দেয়ায় এ পদক্ষেপ সুফল বয়ে আনতে পারে নাই। মহাখালী ও সায়েদাবাদ টার্মিনাল ইজারা দেয়া হয় বিএনপি'র সাবেক এমপি মেজর (অবঃ) আক্তারুজ্জামানের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রোরা এন্টারপ্রাইজকে। গাবতলী দেয়া হয় বিএনপি নেতা মতিউর রহমান বাবুলের দিবা এন্টারপ্রাইজকে। প্রতি টার্মিনালের বিপরীতে জামানত নেয়া হয় মাত্র ২০ হাজার টাকা । চুক্তি অনুযায়ী গাবতলী টার্মিনালের বিপরীতে ১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা, সায়েদাবাদের বিপরীতে ১ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ও মহাখালী টার্মিনালের বিপরীতে ৪৭ লাখ টাকা প্রতি বছর পরিশোধ করার কথা। লিজ গ্রহীতারা মাসিক কিস্তিতে এ টাকা পরিশোধ করবেন- বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী লিজ গ্রহীতারা টাকা পরিশোধ করেনি। এর আগে রোরার পরিবর্তে পানামাকে দেয়া হলেও পরিস্থিতি তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দিবা, রোরা, পানামা এন্টারপ্রাইজের কাছে মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি

মির্জা আব্বাস এমপি

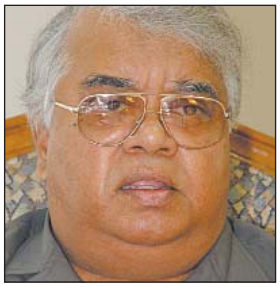

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এমপি

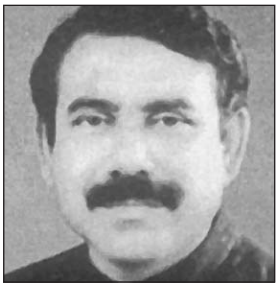

শাজাহান খান এমপি

এসএ খালেক এমপি

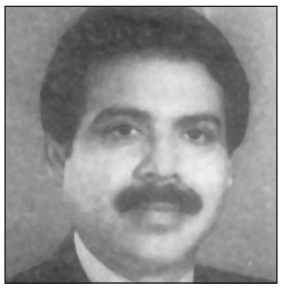

জিএম সিরাজ এমপি

মোঃ কফিল উদ্দিন

টাকা। লিজ গ্রহীতারা প্রভাবশালী বিএনপি নেতা হওয়ায় সিটি কর্পোরেশন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না।

রাজধানীর পরিবহন জগৎ একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক মালিক ও শ্রমিক নেতারা। নতুন নতুন যে সব

রাজধানীর পরিবহন জগৎ একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক মালিক ও শ্রমিক নেতারা। নতুন নতুন যে সব পরিবহন বিভিন্ন রুটে নামছে তার সবগুলোর মালিক এরাই। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের চরিত্র বদল হয়

পরিবহন বিভিন্ন রুটে নামছে তার সবগুলোর মালিক এরাই। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের চরিত্র বদল হয়। বাস মালিকদের মধ্যে শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, পরিবহন মালিক, শ্রমিক নেতা, উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এবং বিএনপির এমপিরা নামে-বেনামে ব্যবসা করছেন বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন রুটে পরিচালিত পরিবহনগুলোর মালিকদের মধ্যে গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস, এস এ খালেক এমপি, জিএম সিরাজ এমপি, আওয়ামীলীগের শাজাহান খান এমপি, শিল্পপতি কে এম হানিফ, শ্রমিক নেতা মোঃ কফিল উদ্দিন, আব্দুর রশিদ খান, মোহাম্মদ আশরাফ খান, আনোয়ার গ্রুপের শিল্পপতি আনোয়ার হোসেন, আমান উল্লাহ, হারুনর রশীদ, সাইফুল ইসলাম, এম এ বাতেন, শাজাহান সাজু, আওলাদ হোসেন, মুজিবর রহমান বাদল, আজম খান মুন্না, ববি, মোঃ সেলিম, টুটুল চেয়ারম্যান, মাহাতাব চৌধুরী, মোঃ আব্দুল হান্নান, কমিশনার চৌধুরী আলম, সাদিকুর রহমান হিরু, আতিকউল্লাহ আতিক, কমিশনার আবুল বাশার, খোন্দকার এনায়েত উল্লাহ, আলহাজ মকবুল হোসেন, কামরুল হুদা, কমিশনার মীর্জা খোকন, যোবায়ের মাসুদ, জাফরুল ইসলাম, এখলাস মোল্লা, মনোয়ার হোসেন, মোঃ ওসমান , আবুল কালাম আজাদ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জানা গেছে রাজধানীতে প্রায় শতাধিক মালিক পুরো পরিবহন জগৎ নিয়ন্ত্রণ করছে যাদের নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক মদদপুষ্ট শক্তিশালী 'মোঘলরা'। এই মোঘলদের মধ্যে সরকারের দু'জন প্রভাবশালী মন্ত্রীর দু'জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সরকারদলীয় তিনজন সাংসদ, সরকার সমর্থক কয়েকজন ব্যবসায়ী রয়েছেন।

প্রভাবশালীদের মালিকানাধীন বাসগুলো

রাজধানীর বিভিন্ন রুটে যে পরিবহন চলছে তা হলো ট্রান্স সিলভা (বিডি) লিঃ মিরপুর-২ থেকে যাত্রাবাড়ি, পিংক ট্রান্সপোর্ট এসি সিএনজি বাস সার্ভিস আবদুল্লাহপুর থেকে আজিমপুর, দুলদুল পরিবহন আবদুল্লাহপুর থেকে আজিমপুর, বিকল্প সুপার সিটি বাস সার্ভিস মিরপুর-১ থেকে গুলিস্তান, বিকল্প অটো সার্ভিস মিরপুর-১২ থেকে গুলিস্তান, সিল্ক সিটি মিরপুর-১২ থেকে গুলিস্তান, ঢাকা পরিবহন লিঃ মিরপুর-১২ থেকে গুলিস্তান, ঢাকা পরিবহন-গুলিস্তান টু গাজীপুর, বেভকো সিএনজি বাস আবদুল্লাহপুর টু আজিমপুর, মেট্রোলিংক মিরপুর-১ আজিমপুর। মেট্রোলিংক আবদুল্লাহপুর টু গুলিস্তান, জনডন এসি সিএনজি বাস গুলিস্তান টু ধামরাই, গ্রেটওয়াল সিএনজি বাস লি: গুলিস্তান টু ধামরাই, সিটি বাস লিঃ মোহাম্মদপুর টু মতিঝিল, সিটি বাস গাজীপুর টু গুলিস্তান, সিটিবাস গুলিস্তান টু নারায়ণগঞ্জ, মেগাসিটি মোহাম্মপুর টু গুলিস্তান। আরবান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ মোহাম্মদপুর টু মতিঝিল, রাজধানী বাস সার্ভিস মোহাম্মদপুর টু মতিঝিল, মাইলাইন সার্ভিস সিটি বাস ভাষানটেক টু খিলগাঁও, আজমেরী পরিবহন লোহারপুল টু নন্দন পার্ক, বোরাক পরিবহন ঢাকা টু নারায়ণগঞ্জ, আবাবিল পরিবহন ঢাকা টু উত্তরা, ছালছাবিল পরিবহন ঢাকা টু উত্তরা, মনজিল পরিবহন নন্দন পার্ক টু লোহারপুল, পাঞ্জেরী নন্দন পার্ক টু ঢাকা, এভার গ্রীন উত্তরা টু গুলিস্তান, ঢাকা-গাজীপুর, ঢাকা-শ্রীপুর, ঢাকা-শিমুলতলী, বনশ্রী, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট, আনন্দ পরিবহন, উল্লাস পরিবহন, আবরার পরিবহন, মেঘলা পরিবহন, হানিফ মেট্রো পরিবহন সাভিস, গ্রীন এক্সপ্রেস, একতা পরিবহন, সেতু পরিবহন, উৎসব পরিবহন, মেট্রো বাস সার্ভিস (এসি), বন্ধন পরিবহন, প্রিমিয়াম এসি বাস সার্ভিস, মেঘলা পরিবহন, হিমালয় পরিবহন, শ্রাবণ ট্রান্সপোর্ট, স্বপ্ন বিলাস পরিবহন, কর্ণফুলি বাস কোম্পানি লিঃসহ আরো বেশ কিছু কোম্পানির বাস বর্তমানে রাজধানীতে বিভিন্ন রুটে চলাচল করছে।

সরকারি সিদ্ধান্ত হওয়ার আগেই ইচ্ছে মতো বাসভাড়া বাড়ানোর নিদর্শন

এদের প্রায় সকলেই বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি। রাজধানীর ৬টি টার্মিনাল এদের দখলে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে টার্মিনাল দখলকারীদের পরিবর্তন হয় কিন্তু মোঘলদের পরিবর্তন হয় না। মোঘলরা সব সময় নতুন মোঘলদের কাছে গাড়ি লিজ দিয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে গাড়ির নাম বদলে নতুন নামে গাড়ি নেমে থাকে। বিগত সরকারের সময়ে যারা মোঘল হিসেবে চিহ্নিত ছিল তারা এখনো আছে কেউ প্রকাশ্য কেউ গোপনে। আওয়ামী লীগের অনেক নেতার গাড়ি এখন বিএনপি'র নেতারা লিজ নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে।

পারস্পরিক বোঝাপড়া আর সমঝোতার মাধ্যমে অনেকটা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চলে এ জগৎ। সকল সরকারের সময়ে সরকারি দলের সদস্যরা টার্মিনাল দখল করে কোটি কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে। টার্মিনালগুলোর চাঁদাবাজি এই মোঘলরা দেখেও না দেখার ভান করে। কারণ তারাও চাঁদাবাজির একটি অংশ পায় বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের লুটপাট অনিয়ম আর দুর্বৃত্তপনার চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে টার্মিনালগুলি। মালিক পক্ষ থেকে শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে সব সময় একটি সমঝোতা করে চলা হয়।

রাজধানীর ঢাকার সকল রুটেই অযাচিতভাবে যখন তখন ভাড়া বাড়িয়ে দেয়া হয়। সম্প্রতি তেলের দাম বাড়ার পর বিভিন্ন রুটে ইচ্ছা মতো ভাড়া বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মালিকদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিআরটিসির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন কমিটি ভাড়া নির্ধারণ করবে সে অনুযায়ী আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া বাড়বে। আবার জনগণের স্বার্থে পরিচালিত বিআরটিসি বাসগুলি চালনায় নানা প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করছে বেসরকারি মালিকগণ। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জিএম সিরাজ এমপি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বর্তমান সময় হচ্ছে প্রতিযোগিতার। প্রতিযোগিতা ও সেবার মান নিয়ে বিআরটিসি প্রাইভেট সেক্টরের বাসগুলির সঙ্গে পেরে উঠছে না। আর মালিক পক্ষ বিআরটিসি বাস বন্ধ করে দেয় এ বিষয়টি সত্য নয়। জনগণ সেবাটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বিআরটিসি এই প্রতিযোগিতায় দুর্বল তাই পিছিয়ে পড়ছে।'

নগরীর বাস টার্মিনালগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কোনো উদ্যোগই কার্যকর হচ্ছে না। দিন দিন চাঁদাবাজি, যাত্রী হয়রানি ও নৈরাজ্য বাড়ছে। এ সব সমস্যার সমাধান না করেই উদ্বোধন করা হচ্ছে টার্মিনালগুলোর সম্প্রসারিত নব নির্মিত ভবন। এতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও যাত্রী সেবার মান বাড়ছে না

পরিবহন সেক্টরে বিশৃঙ্খলা দীর্ঘদিনের। ভাড়া আদায় ক্ষেত্রে অনিয়ম করা হয় -এ প্রসঙ্গে শ্রমিক নেতা মোঃ কফিল উদ্দিন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন 'বর্তমানে পরিবহন সেক্টরে যে অস্থিরতা চলছে তার মূলে রয়েছে তেলের দাম বৃদ্ধি। বাস মালিকরা তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য গাড়ি চালাতে পারছে না। যে কারণে গাড়ি সময় মতো পাওয়া যায় না। একই রুটে একই দূরত্বে একাধিক এক এক রকম ভাড়া নেয় বিষয়টি সত্য। আমরা যোগাযোগ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। অচিরেই পরিবহন সেক্টরের সমস্যা দূর হয়ে যাবে।'

পরিবহন সেক্টরে দাবি আদায় করার জন্য শ্রমিক মালিকরা নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ জনগণ। অনেক সময় সাধারণ জনগণকে জিম্মি করেই দাবি আদায় করার প্রচেষ্টা করা হয়। বিষয়টি অনৈতিক। এ প্রসঙ্গে সড়ক পরিবহন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আশরাফ খান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বিষয়টি জনগণের জিম্মি করা নয়। সরকার আমাদের যৌক্তিক দাবির কথা ভালোভাবে বললে শোনে না- সে ক্ষেত্রে আমরা দাবি আদায়ের কর্মসূচি দেই। এর সঙ্গে জনগণের জিম্মি করার কোনো সম্পর্ক নেই।'

পরিবহন সেক্টরে সে অনিয়ম দুর্নীতি হয় তা অনেকটা ওপেন সিক্রেট। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের যেন কোনো কিছু করার নেই। শ্রমিক নেতারা টার্মিনাল থেকে চাঁদাবাজি করে বিষয়টি সকলে জানলেও শ্রমিক নেতারা তা বরাবরই অস্বীকার করেন। মালিক পক্ষ অযাচিত ভাড়া বাড়িয়ে জনগণের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেয় অথচ দায়িত্ব স্বীকার করতে চায় না। শ্রমিক নেতা ও মালিকদের যৌথ শোষণ থেকে সাধারণ জনগণের যেন মুক্তি নেই। মালিক পক্ষ কোটি কোটি লোন নিয়ে জনগণের সেবার কথা বলে পরিবহন নামালেও অযাচিত ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে কোনো কথা বলে না। বিশ্ব ব্যাংক বা এডিবি সকলেই সাহায্য দেয় জনগণের উন্নয়নের জন্য কিন্তু বাস্তবে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। জনগণ কোনো সুবিধা পায় না।

সিএনজি বাসের অতিরিক্ত ভাড়া

রাজধানীর সিএনজি বাসগুলো দীর্ঘদিন ধরে ডিজেল চালিত বাসগুলোর সমান ভাড়া নিচ্ছে। কিন্তু সিএনজি ও ডিজেলের মধ্যে ফারাক অনেক। এক মিটার কিউ গ্যাসের দাম ৮.৫ টাকা এবং এক লিটার ডিজেলের দাম বর্তমানে ৩০ টাকা। শুধু তাই নয়, এক লিটার ডিজেলে বাস যত কিলোমিটার যায় এক মিটার কিউ গ্যাসে গাড়ি তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি যায়। পেট্রল বা অকটেন চালিত ইঞ্জিনগুলোর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। এক মিটার কিউ গ্যাসে ১.২৩ লিটার পেট্রল বা অকটেনের সমান শক্তি থাকে। তাই তুলনামূলক বিচারে সিএনজি চালিত বাসগুলো মানুষের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিচ্ছে।

সিএনজি বাস 'ট্রান্স সিলভা লিমিটেড' মতিঝিল থেকে মিরপুর-১-এর ভাড়া নিচ্ছে ১২ টাকা। রাজধানীর ডিজেল চালিত 'সিটিং বাস' সার্ভিসেও এই রুটে একই রকম ভাড়া। এছাড়া সিএনজি বাসগুলো রাজধানীর অন্যান্য রুটে যেমন: 'কর্ণফুলী' বাসে মতিঝিল থেকে মিরপুর-এগারোর ভাড়া ১০ টাকা, সিটি বাসে মতিঝিল থেকে মোহাম্মদপুর ১০ টাকা, 'মধুমতি' বাস সার্ভিস গুলশান-দুই থেকে মতিঝিলের ভাড়া রাখছে ১২ টাকা।

ডিজেল চালিত বাসগুলোর ভাড়াও একই রকম। কিন্তু ডিজেল ও গ্যাসের দাম তুলনা করলে সিএনজি বাসের ভাড়া অর্ধেকেরও কম হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে সিএনজি বাস মালিক এনায়েত উল্লা ২০০০কে বলেন 'আমাদের বাসের দাম ডিজেল চালিত বাসের চেয়ে বেশি। এছাড়া এই সমস্ত বাসের রয়েছে অনেক ঝামেলা'। তারা বলেন, প্রায়ই দেখা যায় গ্যাসের চাপ কম থাকার ফলে বাসে গ্যাস ভরতে অনেক সময় লেগে যায়। একটা বাসে গ্যাস ভরতে দুই থেকে তিন ঘন্টা লাগে। তাই রাতেই সব বাসে গ্যাস ভরা যায় না। দিনেও অনেকটা সময় গ্যাস ভরতে চলে যায়। ফলে আমরা অন্যান্য বাসের তুলনায় একটু বেশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকি।'

কিন্তু এই অভিযোগ সিএনজি স্টেশন আনুদিপ মোটরস লিমিটেডের কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। তারা বলেন, 'প্রাইভেট কার'গুলোতে গ্যাস ভরতে সময় লাগে সর্বোচ্চ তিন থেকে চার মিনিট। সেখানে একটি বাসে যদি ২০০ মিটার কিউ গ্যাস ভরে, তাহলে গ্যাসের চাপ কম থাকলেও সর্বোচ্চ ২০ থেকে ২৫ মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়।'

একটি ডিজেল ইঞ্জিনের বাসে প্রতিদিন প্রায় ১৫০ লিটার ডিজেল, অর্থাৎ সাড়ে চার হাজার টাকা ব্যয় হয়। সেখানে একই পরিমাণ গ্যাসের জন্য 'সিএনজি বাস'-এর খরচ হচ্ছে ১২০০ টাকা। কিন্তু সমান ভাড়া নেয়ার কারণে সিএনজি বাস 'ডিজেল বাসের' চেয়ে বছরে প্রায় ১০ লাখ টাকা বেশি লাভ করছে। ফলে সিএনজি বাসের দাম 'ডিজেল বাসের' চেয়ে সর্বোচ্চ ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা বেশি হলেও এই টাকা দেড় বছরেই উঠে আসবে। তাই 'সিএনজি বাস' মালিকরা অন্য বাসের সমান ভাড়া নেয়ার যে যুক্তি দেখান, সেটা যৌক্তিক নয়। স্বীকার না করলেও এটা সত্য যে, তারা চার থেকে পাঁচ টাকা বেশি ভাড়া নিচ্ছেন। 'ডিজেল বাস' ও সিএনজি বাসের ভাড়া কখনোই সমান হতে পারে না।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বাস ভাড়া বাড়বে। বাস ভাড়া বাড়ানোর যুক্তি যদি এটাই তাহলে সরকারকে নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত যে সমস্ত বাস ডিজেলে চলছে সে সমস্ত বাসের ভাড়া বাড়ানো হবে। সেটা না হলে পালে হেঁটে সিএনজি চালিত বাস গুলোও ভাড়া বাড়াতে পারে। কেননা, এতদিন তারা সেটাই করে এসেছে।

মারুফ রনি